যদি কারখানার পক্ষ থেকে সহযোগিতা না পাওয়া যায় তাহলে কী করবেন?

১) কারখানা থেকে সহযোগিতা না পাওয়া গেলে কর্মী ও কারখানার বিস্তারিত তথ্যসহ শ্রম ভবনে অবস্থিত ইআইএস (EIS) পাইলট স্পেশাল ইউনিটকে জানান। ইআইএস (EIS) পাইলট স্পেশাল ইউনিটের বিস্তারিত তথ্য ইআইএস (EIS) পাইলট ওয়েবসাইটে রয়েছে (http://eis-pilot-bd.org)।

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর বেনিফিট পেতে সাধারণত কতদিন সময় প্রয়োজন?

কর্মী বা কর্মীর পরিবারের নিকট হতে প্রয়োজনীয় কাগজাপত্র সংগ্রহের পর কারখানা কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রটি যথাযথভাবে পূরণ করে তা সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন বা BEPZA-তে পাঠাবে। অতঃপর যাচাই বাছাইয়ের পর আবেদনপত্রটি ইআইএস (EIS) পাইলট স্পেশাল ইউনিটে প্রেরণ করা হবে। সকল কাগজপত্র ও এর তথ্য-উপাত্ত সঠিক হলে আবেদনটি ৩০ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া ও বেনিফিট প্রাপ্তির ধাপসমূহ

আবেদন নিষ্পত্তির পরে কর্মী বা তার পরিবারের দায়িত্ব কী?

১) প্রতি মাসে বেনিফিটের অর্থ প্রেরণের পর ইআইএস (EIS) পাইলট স্পেশাল ইউনিট থেকে SMS পাঠানো হবে। কর্মী বা নির্ভরশীলদের ফিরতি SMS এর মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যে তার বা তাদের অর্থ ব্যাংক একাউন্টে জমা হয়েছে।

২) বেনিফিট চালু রাখার জন্য প্রতিবছরান্তে, নির্ভরশীলদের বা কর্মীদের 'জীবন প্রমাণপত্র' বা 'সিভিল স্ট্যাটাস'-এর প্রমাণ দিতে হবে। এই প্রত্যয়ন পত্রটি না পেলে বেনিফিট প্রাপ্তি বন্ধ হয়ে যাবে।

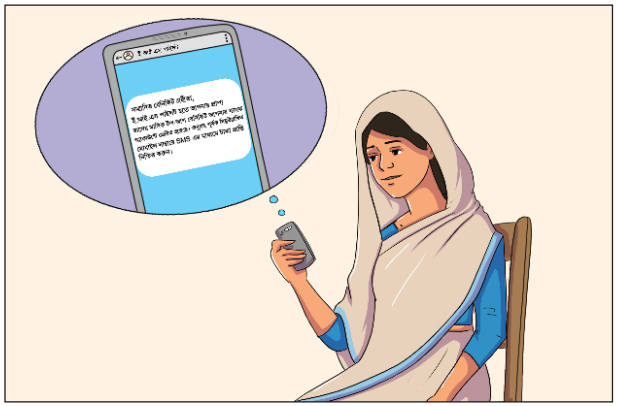

যোগাযোগের তথ্য

ভেরিফিকেশন, ডকুমেন্টেশন এন্ড কোরেস্পনডেন্স অফিসার

ফোন: ০১৮৮৬৯২১০৩০ (WhatsApp, Imo, Viber একই নম্বরে)

ইমেইল: specialunit@eis-pilot-bd.org,
verification@eis-pilot-bd.org

ঠিকানা: ইআইএস স্পেশাল ইউনিট,
৯ম তলা, ১৯৬ শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০

ওয়েবসাইট: www.eis-pilot-bd.org

এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম (ইআইএস) পাইলট

এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম পাইলট বা ইআইএস (EIS) পাইলট কী?

এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম (ইআইএস) হলো এমন একটি স্কিম যা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত আঘাত বা কর্মস্থলে যাতায়াতের পথে দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের কারণে স্থায়ীভাবে অক্ষম কর্মী অথবা মৃত কর্মীর পরিবারকে মাসিক বেনিফিট আকারে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে।

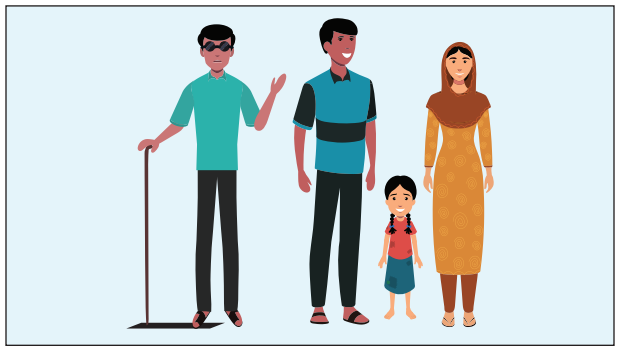

কারা এই স্কিমের আওতায় থাকবেন?

নিম্নবর্ণিত খাতে কর্মরত সকল স্থায়ী কর্মী ইআইএস পাইলট বেনিফিটের আওতাধীন থাকবেন:

১) বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ-এর সদস্য কারখানায় রপ্তানিমুখী আরএমজি বা পোশাক শিল্প খাতে কর্মরত কর্মীগণ;

২) রপ্তানিমুখী চামড়ার জুতা এবং চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি শিল্প খাতে কর্মরত কর্মীগণ;

৩) ইপিজেডে কর্মরত আরএমজি এবং চামড়ার জুতা এবং চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি শিল্প খাতের কর্মীগণ।

মাসিক বেনিফিটের পরিমাণ কত হবে এবং কিভাবে তা নির্ধারিত হয়?

নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর মাসিক বেনিফিটের পরিমাণ নির্ভর করবে:

১) দুর্ঘটনার আগে কর্মীর সর্বশেষ মোট মাসিক মজুরি (ওভার টাইম বাদে);
২) কর্মীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তার উপযুক্ত নির্ভরশীলদের (পোষ্যদের) সংখ্যা ও সম্পর্ক এবং স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে, অক্ষমতার মাত্রার উপর বেনিফিটের হার নির্ভর করবে।
৩) মোট বেনিফিট হবে কর্মীর সর্বশেষ মাসিক মোট মজুরির সর্বনিম্ন ৪০% থেকে সর্বোচ্চ ৬০% পর্যন্ত;
৪) বেনিফিট নির্ধারণের ক্ষেত্রে মজুরির সর্বোচ্চ সীমা হবে সংশ্লিষ্ট খাতের সর্বনিম্নম মজুরির চারগুণ পর্যন্ত।

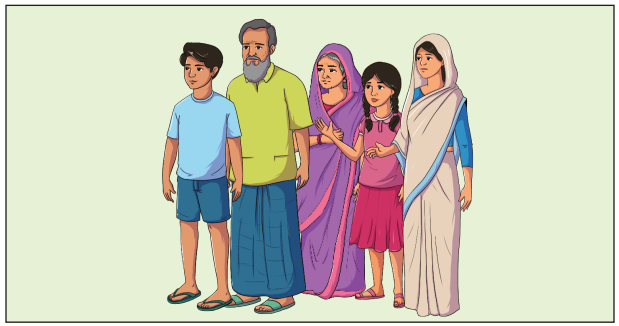

মাসিক বেনিফিট কতদিন পর্যন্ত দেওয়া হবে?

মাসিক বেনিফিট প্রদানের নিয়মাবলী নিম্নরূপ:

১) যদি শ্রমিক দুর্ঘটনার ফলে আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী অক্ষম হন, তাহলে তিনি কাজ করুন বা না করুন, আজীবন বেনিফিটের অর্থ মাসিক ভিত্তিতে পাবেন।
২) যদি শ্রমিক মারা যান, তাহলে নিম্নবর্ণিত নিয়মানুসারে উপযুক্ত নির্ভরশীলগণ বা পোষ্যগণ বেনিফিট পাবেন:
   ক) স্ত্রী/স্বামী- পুনঃবিবাহ না করা পর্যন্ত অন্যথায় আমৃত্যু
   খ) নাবালক পুত্র: ১৮ বছর পর্যন্ত
   গ) কন্যা: বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত
   ঘ) প্রতিবন্ধী সন্তান: আমৃত্যু
   ঙ) পিতা-মাতা: আমৃত্যু
   চ) নাবালক ভাই: ১৮ বছর পর্যন্ত
   ছ) বোন: বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত

শ্রম আইনের আলোকে বর্তমানে প্রাপ্ত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণকে এই বেনিফিট কী কোনোভাবে প্রভাবিত করে?

না। শ্রমিকদের বর্তমান ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার অধীনে তাদের কোনো অধিকারই ক্ষুণ্ন হবে না। ইআইএস (EIS) পাইলটের অধীনে প্রদত্ত বেনিফিট, বর্তমানে চলমান ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার উপর একটি **"টপ-আপ"** বা অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইআইএস (EIS) পাইলট কতদিন চলবে?

ইআইএস (EIS) পাইলট জুন ২০২৭ পর্যন্ত চলবে। এর পরে ত্রিপক্ষীয় (সরকার, মালিকপক্ষ, এবং শ্রমিকপক্ষ) অংশীজনরা এই স্কিমকে স্থায়ীকরণ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ইআইএস (EIS) পাইলটের অর্থায়ন কারা করছে?

বাংলাদেশ থেকে পণ্য সংগ্রহকারী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড থেকে প্রাপ্ত স্বেচ্ছামূলক আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে ইআইএস পাইলটের বেনিফিট প্রদান কার্যক্রমের অর্থায়ন করা হচ্ছে।

ইআইএস পাইলটে কিভাবে আবেদন করতে হবে?

কারখানা কর্তৃপক্ষ সকল আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। আবেদনপত্র এবং আবেদনপত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ইআইএস (EIS) পাইলট ওয়েবসাইটে রয়েছে (http://eis-pilot-bd.org)।

কর্মী বা তার উপযুক্ত নির্ভরশীলদের (পোষ্যদের) নিম্নলিখিত কাগজপত্র জমা দিতে হবে:

১) দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে;
   ক) কর্মীর জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) বা জন্ম সনদ;
   খ) চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি;
   গ) কর্মীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের চেক/স্টেটমেন্টের কপি;
   ঘ) যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র (কারখানার সহায়তায়);
   ঙ) আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গের ছবি।

২) দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে;
   ক) কর্মীর জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) বা জন্ম সনদ;
   খ) সকল উপযুক্ত নির্ভরশীলের (পোষ্যদের) জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম সনদ;
   গ) ইআইএস (EIS) পাইলটের নির্ধারিত নমুনা অনুসারে উত্তরাধিকার (নির্ভরশীলের) সনদ;
   ঘ) প্রত্যেক নির্ভরশীলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের চেক/স্টেটমেন্টের কপি (নির্ভরশীলের নিজের অ্যাকাউন্ট);
   ঙ) মৃত কর্মী ও তার উপযুক্ত নির্ভরশীলদের ছবি;
   চ) কর্মীর মৃত্যু সনদ।